ইত্তেফাক

053

তারিখ 18.2.79
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

রবিবার, ৫ই ফাল্গুন, ১৩৮৫

আজ জাতীয় পরিষদ নির্বাচন

আজ জাতীয় পরিষদ নির্বাচন। স্বাধীনতার পর প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালের ৭ই মার্চে। ছয় বছর পর আজ আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। নির্বাচন উপলক্ষে গত দেড়-দুই মাস যাবৎ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ হইতে যে প্রচার অভিযান চালানো হইয়াছিল, প্রচলিত রীতি অনুযায়ী গত শুক্রবার মধ্যরাত্রি হইতে তাহা নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আজ মধ্যরাত্রি পর্যন্ত এই নিষেধাজ্ঞা জারি থাকিবে। এই সময় পর্যন্ত জনসভা, মিছিল ও দলীয় প্রচারণা অবৈধ।

এইবার নির্বাচনী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছোটবড় রাজনৈতিক দল-উপদলের সংখ্যা ২৯টি। বস্তুতঃ এত দলের অস্তিত্ব ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ ইতিপূর্বে কখনও দেখা যায় নাই। এছাড়া বহুসংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থীও রহিয়াছেন। আবার অন্যদিকে কয়েকটি দল ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আসন্ন নির্বাচনকে অবাধ-নিরপেক্ষ ও অর্থবহ করিবার দাবীসমূহ গ্রহণ না করার কারণে নির্বাচনে অংশগ্রহণ হইতে বিরত থাকিতেছেন। বস্তুতঃপক্ষে শাসনতন্ত্রের প্রশ্নে সরকার ও নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী অনেক দলের মধ্যেও মৌলিক পার্থক্য রহিয়াছে। এই ধরনের ঘটনা আমাদের নির্বাচনের ইতিহাসে ইহাই প্রথম। জাতীয় পরিষদের মোট ৩ শত আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা ২ হাজার ১ শত ১৫ জন। মোট ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৬৬৪ জন ভোটার বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে হাজির হইয়া পছন্দমত প্রার্থী নির্বাচন করিবেন। মোট ভোটারের মধ্যে পুরুষ ও মহিলা ভোটারের সংখ্যা যথাক্রমে ২ কোটি ২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৮১২ জন এবং ১ কোটি ৮৪ লক্ষ ৩ হাজার ৮৫২ জন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ছিল ৩ কোটি ৫২ লক্ষ ৫ হাজার ৬৪২ জন। সেই বছর ১১টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থী নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এইবার কোন নির্বাচনী এলাকা হইতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থী নির্বাচিত হন নাই।

আমাদের ভোটাররা যথার্থ অর্থে রাজনীতি সচেতন বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করিতে চাই। অতীতে ভোটাররা ভোটের অস্ত্র প্রয়োগ করিতে গিয়া কি রকম বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার প্রমাণ রাখিয়াছেন, এখানে তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। প্রত্যেকেই আমরা চাই জাতীয় সমৃদ্ধি এবং কলুষতা, পঙ্কিলতা ও আবিলতামুক্ত সমাজ। আর চাই বলিয়াই আমাদের প্রত্যেকের স্মরণ রাখা বাঞ্ছনীয় যে, শুধু চাওয়াই যথেষ্ট নয়। চাওয়াকে পাওয়ায় রূপান্তর করিতে হইলে প্রয়োজন সুযোগের সদ্ব্যবহার এবং উপযুক্ত সময়ে বিচক্ষণতার পরিচয়দান। আমরা আশা করি, এইসব বিষয় স্মরণ রাখিয়া ভোটাররা তাঁহাদের মূল্যবান ভোট প্রয়োগ করিবেন।

পরিশেষে একথা আমরা সকলকে স্মরণ রাখিতে বলিব যে, জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক একটি ন্যায়ভিত্তিক, কল্যাণ অভিসারী ও শান্তিপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা নির্মাণ করিতে হইলে জাতিকে অবশ্যই গণতান্ত্রিক রীতি পদ্ধতি ও গণতান্ত্রিক ইনষ্টিটিউশনসমূহের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধের মানসিকতা অর্জন করিতে হইবে। গণতন্ত্রে উত্তরণের জন্য নির্বাচনই শেষ কথা নয়। দেশে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় ও রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণকে অবশ্যই উৎসাহিত করিতে হইবে।